দৈনিক ইনকিলাব

41

তারিখ ... 22 DEC 1996
পৃঃ ... ৭ কলাম ... ২

মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় থেকে বাদ

# দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপাকে

*এম আবদুল্লাহ ॥ মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় থেকে বাদ দেয়ায় দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপাকে পড়েছে। ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে প্রায় ৭ হাজার কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীসহ হাজার হাজার স্কুল ও মাদ্রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত কৃষি শিক্ষকের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা বর্ষের শেষ প্রান্তে এসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের সিদ্ধান্ত সারাদেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান দ্রুত বিস্তার ও প্রয়োগের লক্ষ্যে বিগত সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাতরীদের জন্য কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। সরকারী এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে কৃষি শিক্ষক সংকট দেখা দিলে সরকার দ্রুত কৃষি শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের উপযুক্ত* ১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ

## লাখ লাখ শিক্ষার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সুপারভাইজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দূরশিক্ষণে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রম চালু করে। এই কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে এসএসসি পাস শিক্ষার্থীদের মূল মার্কশীট জমা রেখে ভর্তি করা হয়, যাতে এরা অন্য কোথাও ভর্তি হতে না পারে। এই কোর্সে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করার জন্য সরকার ঘোষণা করে যে, ৬ সেমিস্টারে বিভক্ত ৩ বছর মেয়াদী এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়ে মাত্র ২টি সেমিস্টার সমাপনের পর তাদেরকে কৃষি শিক্ষক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হবে। এ ধরনের একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করান মূল মার্কশীট জমা দিয়ে। প্রায় ৭ হাজার কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারবর্গ যখন ২টি সেমিস্টারের পর নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রাপ্তির সোনালী স্বপ্ন দেখছিল তখন গত ২৩ নভেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এক জরুরী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় কৃষি শিক্ষা হবে ঐচ্ছিক বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আকস্মিক এই সিদ্ধান্তে সারাদেশের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। বিশেষ করে কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী ও স্কুলে স্কুলে নিয়োগপ্রাপ্ত কৃষি শিক্ষকদের মাথায় যেন বজ্রপাত হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অমানিশায় এখন হাবুডুবু খাচ্ছে হাজার হাজার কৃষি শিক্ষক ও কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী। ঢাকার শহীদবাগের আফতাব উদ্দিন তীব্র ক্ষোভ প্কারশ করে জানান, বেকারত্বের এই দেশে নিশ্চিত কর্মসংস্থানের স্বপ্ন নিয়ে তার দু'জন এসএসসি পাস সন্তানকেই কৃষি ডিপ্লোমায় ভর্তি করান। সরকারের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে তার পরিবারে নেমে এসেছে গভীর হতাশা। নিজ সন্তানদ্বয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি এখন দিশেহারা।

এদিকে, ১৯৯৮ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারা ইতিমধ্যেই ৯ম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ৯ম শ্রেণীতে এরা কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক হিসেবে পড়েছে। কোর্সের মাঝপথে এই বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা দেয়ায় তারা এখন বিপদগ্রস্ত। একই সঙ্গে স্কুল-মাদ্রাসাগুলোও বিপাকে পড়েছে। কৃষি শিক্ষা আবশ্যিক ঘোষণার পর স্কুল-মাদ্রাসাগুলো কৃষি শিক্ষক নিয়োগ করে। এখন নিয়োগপ্রাপ্তয় শিক্ষকরা যেমন অনিশ্চয়তায় পড়েছে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল মহল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তকে অবিবেচনাপ্রসূত হিসেবে আখ্যায়িত করে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা ও প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।